

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
প্রধান কার্যালয়  
৪১, সেগুন বাগিচা ঢাকা-১০০০।  
Website: [www.dnc.gov.bd](http://www.dnc.gov.bd)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে জুন, ২০২২ মাসে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মোঃ আজিজুল ইসলাম  
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

তারিখ ও সময় : ৩০ জুন, ২০২২, সকাল ১১:০০ ঘটিকায়।

সভার স্থান : অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ।

সভায় উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা) জানান যে, ১৮ মে, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী ইতোমধ্যে সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সংশোধনী বা সংযোজনীর প্রস্তাব না থাকায় তা দৃষ্টিকরণ করা হয়।

০২। অতঃপর বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিতভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

| ক্রম | আলোচ্য বিষয়                                | আলোচনা   | সিদ্ধান্ত   | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ   |
|------|---|--|---|--|
| ০১   | অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ। | (ক) অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে এবং বাৎসরিক প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রশিক্ষণের সকল তথ্য ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকবে। | (ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রয়োজন ও চাহিদামোতাবেক (Need Based) প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। প্রশিক্ষণে রিফ্রেশার কোর্স এবং আইন ও বিধি সম্পর্কে প্রসিকিউটর/সহকারী প্রসিকিউটরদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।  | পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)/<br>সহকারী পরিচালক (কমন সার্ভিস)।  |
|      |   | (খ) যে সকল সিপাইগণ সারদায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন সার্বিক কার্যক্রমে তাদের শৃংখলা ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রশিক্ষণের এ ধারা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।                                      | খ.১. পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী সারদা হতে প্রদানকৃত সিপাইগণের প্রশিক্ষণের মান সমুন্নত রাখতে প্রত্যেক জেলায় পদায়নকৃত সিপাইদের অনুশীলন চলমান রাখতে হবে। অধিদপ্তর হতে বিধি বিধানের আলোকে শারীরিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত একটি গাইড লাইন তৈরি করে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করতে হবে। তদনুযায়ী পরিদর্শক, উপপরিদর্শক, সহকারী উপপরিদর্শক এবং সিপাইগণের নিয়মিত প্রশিক্ষণ চলমান রাখতে হবে। | পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)/অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)/<br>উপপরিচালক (প্রশাসন)/<br>উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক (বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়/মেট্রো:/জেলা কার্যালয়)/সহকারী পরিচালক (কমন সার্ভিস) |
|      |   |  | খ.২.এনফোর্সমেন্ট এর সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পোশাক পরিধান ও এতদসংক্রান্ত আচরণ শেখানোর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  | পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)/<br>সহকারী পরিচালক (কমন সার্ভিস)।  |






| ক্রম | আলোচ্য বিষয়  | আলোচনা  | সিদ্ধান্ত   | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ   |
|------|---|---|---|--|
| ০২   | কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত।  | এনফোর্সমেন্ট এর সাথে সম্পৃক্ত পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দ্রুত পদোন্নতি প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।  | পদোন্নতিযোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্রুত পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  | পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)/ উপপরিচালক (প্রশাসন)/ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)।    |
| ০৩   | ৪টি বিভাগীয় শহরে স্থাপিত টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে জনবল পদায়ন  | ৪টি বিভাগীয় শহরে স্থাপিত টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে ইতোমধ্যে যন্ত্রপাতি প্রেরিত হয়েছে। যন্ত্রসমূহের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ না করলে সেগুলো কার্যকারিতা থাকবেনা। এ জন্য ল্যাবরেটরিতে জনবল নিয়োগ প্রদান জরুরী। সরকারি স্বার্থ বিবেচনায় জরুরী ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের কাজ শুরু করা প্রয়োজন। | ৪টি বিভাগীয় শহরে স্থাপিত টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে সাংগঠনিক কাঠামো ও নিয়োগ বিধি অনুযায়ী জনবল পদায়ন করতে হবে। পাশাপাশি উক্ত ল্যাবরেটরিগুলোতে স্থাপিত যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা ও চালু রাখার বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। | পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)।   |
| ০৪   | মাদক মামলা/ অভিযান সংক্রান্ত।   | (ক) নিয়মিত মামলা দায়েরের প্রমাপ অর্জন হচ্ছে ন্যূনতম পারফরম্যান্স। এটি নিশ্চিত করতে হবে। প্রমাপ অর্জিত না হলে যুক্তিসংগত কারণ উল্লেখ করতে হবে।   | (ক) নিয়মিত মামলা দায়েরের প্রমাপ অর্জনের মাধ্যমে ন্যূনতম পারফরম্যান্স অর্জন করতে হবে। কোয়ালিটি সম্পন্ন মামলা উদঘাটনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।   | পরিচালক (অপাঃ)/ অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)/ উপ পরিচালক/ সহঃ পরিচালক, জেলা কার্যালয় (সকল)। |
|      |   | (খ) বিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তির রেকর্ড হালনাগাদ করা প্রয়োজন।  | খ.১. প্রসিকিউশন শাখার মাধ্যমে প্রত্যেক জেলা/মেট্রোঃ/বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের বিচারাধীন মামলা নিষ্পত্তির রেকর্ড হালনাগাদ রাখতে হবে। পাশাপাশি মাসিকভিত্তিতে মাঠ পর্যায় হতে মামলার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।  | পরিচালক (অপাঃ)/ অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)/মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস প্রধান।                  |
|      |   |   | খ.২. কোনো অসুবিধার কারণে বিজ্ঞ আদালতে মামলার সাক্ষ্য দিতে না পারলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। বিজ্ঞ আদালতের সম্মতিসাপেক্ষে এমনভাবে সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করতে হবে যেন একই তারিখে একাধিক মামলার সাক্ষ্য প্রদান করতে পারেন।   |  |
|      |   |   | খ.৩. সাক্ষীর সমন কয়টি পেয়েছেন এবং কয়টিতে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন তা পারফরমেন্স মূল্যায়নে বিবেচনা করতে হবে।  |  |
|      | (গ) মাদক ব্যবসায়ীদের তালিকা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিভাগীয় পর্যায়ে সভা আহ্বান করতে হবে। পাশাপাশি মাসিকভিত্তিক তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। | (গ) ক্যাটাগরিভিত্তিক (১. গডফাদার, ২. ব্যবসায়ী, ৩. সরবরাহকারী ও ৪. মাদক সেবী) মাদক সংশ্লিষ্টদের তালিকা হালনাগাদ করে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  | পরিচালক (অপাঃ)/ অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)।   |  |

১



| ক্রম | আলোচ্য বিষয়                   | আলোচনা  | সিদ্ধান্ত   | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ  |
|------|--------------------------------|---|---|---|
|      |                                | (ঘ) মাদক ব্যবসায়ী এবং সরবরাহকারীকে শাস্তির আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ যথাসময়ে আদালতে উপস্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।   | (ঘ) মাদক ব্যবসায়ী এবং সরবরাহকারীকে শাস্তির আওতায় আনার লক্ষ্যে যথাসময়ে আদালতে সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। সাক্ষ্য প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রসিকিউটর/সহকারী প্রসিকিউটরকে রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে।   | পরিচালক (অপাঃ)/ অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)/মাঠ পর্যায়ের সকল অফিস প্রধান/প্রসিকিউটর/ সহকারী প্রসিকিউটর। |
|      |                                | (ঙ) যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসরে গিয়েছেন তারা সাক্ষ্য দিতে আসেন না। যার ফলে অনেক মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে না। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য কোন ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। মামলার গুরুত্ব বিচারে অবসরপ্রাপ্ত এবং চাকুরিরত সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টিতে মামলা নিষ্পত্তির স্বার্থে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।  | ঙ. যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসরে গিয়েছেন সাক্ষ্য দিতে আসেন না। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়:<br>ঙ.১. বিজ্ঞ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে একজন সাক্ষীকে একটি মামলায় একবার হাজির করে সংশ্লিষ্ট তথ্য গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে প্রসিকিউটর ভূমিকা রাখবেন।<br>ঙ.২. অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিজ্ঞ আদালতে যাওয়া-আসার ব্যবস্থাসহ তার জন্য তথ্য প্রস্তুত রাখতে প্রসিকিউটর ভূমিকা রাখবেন।<br>ঙ.৩. বয়ঃবৃদ্ধ কোন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সাক্ষ্য প্রদানে কোন অসুবিধা থাকলে তা নিরসনের ব্যবস্থা জেলা কার্যালয় গ্রহণ করবে।  | পরিচালক (অপাঃ)/ পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)/ উপপরিচালক (ক্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)।        |
| ০৫   | চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত। | (ক) মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য জারীকৃত অফিস আদেশ মোতাবেক পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।   | (ক) মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও নিরাময় কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে। পরিদর্শন প্রতিবেদন ই-মেইলের মাধ্যমে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে গঠিত মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও নিরাময় কেন্দ্র মনিটরিং টিম বরাবর প্রেরণ করতে হবে।   | পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)/অতিরিক্ত পরিচালক(সকল)/ উপপরিচালক/ সহঃ পরিচালক/ জেলা কার্যালয় (সকল)।  |
|      |                                | (খ) প্রত্যেক কারাগারে মাদকাসক্ত আসামীদেরকে পৃথক ওয়ার্ডে রাখার জন্য এবং ঐ ওয়ার্ডটিকেই মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। নিজ নিজ বিভাগের কারা কর্তৃপক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত পরিচালকগণ যোগাযোগ করবেন। যেসকল বিভাগে সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না সে বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ লিখিতভাবে প্রধান কার্যালয়ে জানাবেন। প্রধান কার্যালয় থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। | খ.১. প্রত্যেক কারাগারে মাদকাসক্ত আসামীদের জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রত্যেক অতিরিক্ত পরিচালক সংশ্লিষ্ট ডিআইজি (প্রিজন) এর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করবেন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।<br>খ.২. প্রত্যেক কারাগারের ০১ (এক) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মাদকাসক্তদের কাউন্সিলিং সেবা প্রদানের জন্য উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে কারাগারে নিযুক্ত কোন ডাক্তার/নার্সকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মাদকাসক্তদের কাউন্সিলিং সেবা প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে।<br>খ.৩. প্রত্যেক কারাগারে মাদকাসক্তদের জন্য আলাদা কক্ষ বরাদ্দের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে। | পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)/ অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)।  |





| ক্রম | আলোচ্য বিষয়                       | আলোচনা  | সিদ্ধান্ত  | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ   |
|------|------------------------------------|---|--|--|
|      |                                    | (গ) সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে রোগীদের খাবারের মান উন্নীতকরণ।   | (গ) সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে রোগীদের খাবারের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মাথাপিছু দৈনিক বরাদ্দ ১২৫ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৩০০ টাকায় নির্ধারণ করার যৌক্তিকতাসহ প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।  | পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)/<br>অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)।  |
|      |                                    | (ঘ) জেলা/উপজেলা ভিত্তিক মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সার্বিক তথ্য হালনাগাদ করে তালিকা প্রতিমাসে আপডেট করা যেতে পারে।  | (ঘ) জেলা/উপজেলা ভিত্তিক মাদকাসক্ত ব্যক্তি/রোগীদের সার্বিক তথ্যের হালনাগাদ তালিকা প্রতিমাসে আপডেট করতে হবে।   | পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)/<br>অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)।  |
| ০৬   | নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম।            | দেশব্যাপী মাদকের ক্ষতিকর ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সর্বাধিক সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে।   | ক) সমন্বিত খসড়া কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম জুলাই, ২০২২ মাসের মধ্যে সকল বিভাগ/জেলা/উপজেলায় শেষ করতে হবে।<br>খ) মাদকবিরোধী প্রচার ও অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং উল্লেখযোগ্য ছবি ক্যাপসন সম্বলিত প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br>গ) দেশব্যাপী মাদকের ক্ষতিকর ও ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সর্বাধিক সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। | পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)/<br>অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)/<br>উপ পরিচালক/<br>সহঃ পরিচালক, জেলা কার্যালয় (সকল)।                              |
| ০৭   | ওয়াকিটকি/ওয়ারলেস সেট।            | মাঠ পর্যায়ে বিতরণকৃত ওয়াকিটকি/ওয়ারলেস সেটসমূহের কার্যকারিতা সচলকরণ। অপরাধ ও অপরাধীকে সনাক্ত করতে এবং অধিদপ্তরের অপারেশনাল কার্যক্রমে সমন্বয় ও সফলতা আনয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে ও অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে যাকিটকি/ওয়ারলেস সেট প্রদান করা হয়। কিছুদিন সচল থাকার পা প্রায় সব সেট অকার্যকর বা বিকল হয়। ইতোমধ্যে, সচলকরণে সমস্যাসমূহ আলাদা আলাদাভাবে প্রেরণের জন্য জেলাসমূহে পত্র প্রেরণ করা হলে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। ওয়াকিটকি/ওয়ারলেস সেটসমূহ সচলকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। | জেলা কার্যালয় হতে প্রেরিত তালিকার ভিত্তিতে পরিচালক (প্রশাসন) সংশ্লিষ্টগণসহ সভা করবেন। যে জেলা হতে তথ্য প্রেরিত হয়নি সে জেলাসমূহ কেন প্রেরণ করেনি তা জানতে চেয়ে মাঠ পর্যায়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।   | উপপরিচালক (ক্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)/<br>সহকারী পরিচালক (কমন সার্ভিস)/<br>সহকারী পরিচালক (অপারেশন/গোয়েন্দা)                       |
| ০৮   | অধিদপ্তরের কর্পোরেট সীম সংক্রান্ত। | মাঠ পর্যায়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত/পদায়িত এনফোর্সমেন্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুকূলে কর্পোরেট সীম বিতরণ।  | মাঠ পর্যায়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত/পদায়িত এনফোর্সমেন্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুকূলে কর্পোরেট সীম সংগ্রহপূর্বক বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সকল কর্পোরেট সীমসমূহ সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।   | অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা), প্রধান কার্যালয়/অতিরিক্ত পরিচালক (বিভাগীয় কার্যালয়, সকল)/<br>উপপরিচালক (ক্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) |

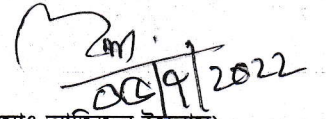


| ক্রম | আলোচ্য বিষয়  | আলোচনা   | সিদ্ধান্ত  | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ   |
|------|---|--|--|--|
| ০৯   | বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অফিস পরিদর্শন।                              | প্রত্যেক বিভাগীয় কর্মকর্তা বাধ্যতামূলকভাবে মাসে ০২টি অফিস পূর্ণাঙ্গ পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসার প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের মতামতের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে নথিতে উপস্থাপন করবেন। গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রতিবেদন প্রেরণকারী কর্মকর্তাকে অবহিত করা যেতে পারে। পাশাপাশি প্রতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সম্ভাব্য ভ্রমণসূচি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে।   | ক.১. প্রত্যেক বিভাগীয় কর্মকর্তা বাধ্যতামূলকভাবে মাসে ০২টি অফিস পূর্ণাঙ্গ পরিদর্শন করবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। পরিদর্শনের সময় সকল রেজিস্টার হালনাগাদ আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন। অতিরিক্ত পরিচালকগণ তার বিভাগের এতদসংক্রান্ত তথ্য সভায় নিয়মিতভাবে পেশ করবেন। পাশাপাশি প্রতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সম্ভাব্য ভ্রমণসূচি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।<br>ক.২. বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ কর্তৃক পরিদর্শনে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশসমূহ পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা) পরিমাপ করবেন এবং পরিদর্শনের বিষয়টি follow up করবেন।   | পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)/ অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)/ সহঃ পরিচালক (কমন সার্ভিস)।  |
| ১০   | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও সুশাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম। | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও জাতীয় উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে যথাসময়ে বাস্তবায়ন করবেন। প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।   | মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ও জাতীয় উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার সূচকভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ/কর্মকর্তাকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন যথাযথভাবে যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।  | পরিচালক (সকল)/ অতিরিক্ত পরিচালক (সকল) অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা)/ উপপরিচালক (সকল)/ সহঃ পরিচালক (সকল), জেলা কার্যালয়/প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।   |
| ১১   | অধিদপ্তরের জমি সংক্রান্ত।   | (ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দখলীয় জমির ভূমি উন্নয়ন কর/পৌর কর নিয়মিত পরিশোধ ও মিউটেশন সম্পন্ন করতে হবে। কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকা অবস্থায় কারো ভূমি উন্নয়ন কর অপরিশোধিত থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।<br>(খ) অধিদপ্তরের বেদখলকৃত জমি পুনরুদ্ধারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। নিয়মিত প্রধান কার্যালয়ে এস্টেট শাখায় ফলোআপ রিপোর্ট পাঠাতে হবে।<br>(গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দখলীয় খাস জমির দখল কোন ভাবেই ছাড়া যাবে না। পাশাপাশি যে সকল জমি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দখলে আছে এবং জমির মালিকানা প্রমাণে যথাযথ দালিলিক কাগজপত্র নেই সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে হবে। | (ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দখলীয় জমির ভূমি উন্নয়ন কর/পৌর কর নিয়মিত পরিশোধ ও মিউটেশন সম্পন্ন করতে হবে। পাশাপাশি চলমান ভূমি জরিপ ও ভূমি রেকর্ড কার্যক্রমে প্রধান কার্যালয়সহ অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ের নিজস্ব জমির রেকর্ড সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্টসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি হালনাগাদ করতে হবে।<br>(খ) অধিদপ্তরের বেদখলকৃত জমি পুনরুদ্ধারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। নিয়মিত প্রধান কার্যালয়ে এস্টেট শাখায় ফলোআপ রিপোর্ট পাঠাতে হবে। জমি সংক্রান্ত বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন দিতে হবে।<br>(গ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দখলীয় খাস জমির দখল কোন ভাবেই ছাড়া যাবে না। যে সকল জমিতে বাউন্ডারি ওয়াল নেই সে সকল জমিতে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করতে হবে। পাশাপাশি যে সকল জমি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের দখলে আছে এবং জমির মালিকানা প্রমাণে যথাযথ দালিলিক কাগজপত্র নেই সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সংগ্রহ করতে হবে বা আইনগত পদক্ষেপ নিতে হবে। | পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)/ অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)/ উপপরিচালক/ সহকারী পরিচালক (সকল)/ জেলা কার্যালয়/ মেট্রো কার্যালয়।<br>পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)/ পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)/ সহকারী পরিচালক (কমন সার্ভিস)।<br>পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)/ পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)/ অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)/ সহকারী পরিচালক (কমন সার্ভিস)। |



| ক্রম | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা  | সিদ্ধান্ত   | বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ   |
|------|--------------|---|---|--|
| ১২   | বিবিধ।       | (ক) অধিদপ্তরের প্রতিটি কার্যালয়ে জন্মকৃত আলামত পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। এসব জন্মকৃত আলামত/পরিত্যক্ত যানবাহন নিলাম/বিক্রি/ক্ষংসকরণের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। | (ক) অধিদপ্তরের প্রতিটি কার্যালয়ে জন্মকৃত/পরিত্যক্ত যানবাহন নিলাম/বিক্রি/ক্ষংসকরণের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করতে হবে।  | পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)/পরিচালক (অপারেশন্স)/ অতিরিক্ত পরিচালক (সকল)।                         |
|      |              | (খ) ডোপটেস্ট বিধিমালা ও ডোপটেস্ট প্রকল্পের নাম পরিবর্তন/পরিবর্ধন সংক্রান্তে মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব যাচাই করণ  | (খ) ডোপটেস্ট বিধিমালা ও ডোপটেস্ট প্রকল্পের নাম পরিবর্তন/পরিবর্ধন সংক্রান্তে ১টি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।   | পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)/পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)/উপপরিচালক (ফ্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) |
|      |              | (গ) অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন শাখা সৃজন   | (গ) অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে (১) সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধ শাখা (২) মানিলভারিং প্রতিরোধ শাখা (৩) ল-ইউনিট (৪) টেলিকম ইউনিট এবং (৩) ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স শাখা সৃজন এবং সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | পরিচালক (প্রশাসন/অপারেশন্স)/ উপপরিচালক (প্রশাসন/অপারেশন্স/ নিরোধ শিক্ষা)/ সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)       |
|      |              | (ঘ) অধিদপ্তরের খসড়া/চূড়ান্ত ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন   | (ঘ) অধিদপ্তরের খসড়া/চূড়ান্ত ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক ২০ জুলাই, ২০২২ তারিখের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।  | সিস্টেম এনালিস্ট/ উপপরিচালক (ফ্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)   |

০৩। অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
 (মোঃ আজিজুল ইসলাম)  
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

নং-৫৮.০২.০০০০.০০৫.০৬.০০১.২১-৩০০৬

২১ আষাঢ়, ১৪২৯  
 তারিখ: ০৫ জুলাই, ২০২২

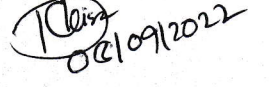
অনুলিপি সদয় অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ০১। পরিচালক (প্রশাসন/অপারেশন্স/নিরোধ শিক্ষা/চিকিৎসা ও পুনর্বাসন), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০২। চীফ কনসালটেন্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা।
- ০৩। প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার, ঢাকা।
- ০৪। অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/ময়মনসিংহ/রংপুর/গোয়েন্দা শাখা, ঢাকা।
- ০৫। সিস্টেম এনালিস্ট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)।
- ০৬। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ০৭। সিনিয়র কনসালটেন্ট/মেডিকেল অফিসার, বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা।
- ০৮। রাসায়নিক পরীক্ষক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার, চট্টগ্রাম।
- ০৯। উপপরিচালক (প্রশাসন/নিরোধ শিক্ষা/ফ্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/অপারেশন্স), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ১০। উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক (.....), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়/মেট্রো কার্যালয়/



টেকনাফ বিশেষ জোন, .....

- ১১। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন/ অপারেসন্স/অর্থ ও হিসাব/কমন সার্ভিস/নিরোধ শিক্ষা/গবেষণা ও প্রকাশনা/চিকিৎসা ও পুনর্বাসন/গোয়েন্দা/ক্রয়, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ১২। সহকারী প্রোগ্রামার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ১৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ১৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের এর ব্যক্তিগত সহকারী (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ১৫। অফিস কপি/গার্ড ফাইল।

  
০৫/০৭/২০২২

(দীপজয় হীসা)

সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)

মোবাইল :+৮৮ ০১৬৭০৬৪৬৪২২

ইমেইল: adadmin@dnc.gov.bd